সংবাদ

09 DEC 2008
পৃ - ৬ কলা - ১

কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা, হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। দেশে নিম্ন ও মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে অতীতে গৃহীত বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রকল্পেরই কোন ফল পায়নি শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। বিপাকে পড়তে হয় তাদের। কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের বাস্তবভিত্তিক কোন পরিকল্পনা নেয়া হয়নি আজও। সম্প্রতি আমাদের একটি সহযোগী দৈনিকে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাবে প্রকল্পটির সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

দেশের কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের সব কাজই প্রকল্পনির্ভর। সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার অভাবে এসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নানা জটিলতা তৈরি হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদের পর প্রকল্প শেষ না হওয়া। ফলে প্রকল্প শেষে শিক্ষকরা চাকরি হারিয়ে বেকার হওয়া, শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক যন্ত্রপাতির অভাবে প্রকৃত কারিগরি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় শিক্ষার্থীরা। প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ থাকলেও ব্যবহারিক ক্লাসের উপকরণ ক্রয় করা হয় না।

জানা যায়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টির বিপরীতে প্রায় ২০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সম্প্রতি চালুকৃত টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং রিফর্ম নামের প্রকল্পে ১৩৬ কোটি এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ নামে একটি প্রকল্পের বিপরীতে ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এটিই কারিগরি শিক্ষায় সবচেয়ে বড় প্রকল্প। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ১৯৯৭ সালে গৃহীত ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হলেও বর্তমানে ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কোন শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি নেই। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এসে পড়তে হয়েছে বিপাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানা যায়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য কোন যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল কিনতে পারছে না। ফলে কারিগরি শিক্ষা দূরের কথা, সাধারণ শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে এসব শিক্ষার্থী।

একইভাবে ২০০০ সালে খুলনা এলাকার জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠিত মোরেলগঞ্জ মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আড়াই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। ২৫ একর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি এখন বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। ২০০৬ সালের ৩০ জুন এ ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৭ কর্মকর্তা বেতন না পেয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে দিনযাপন করছেন। এভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর আওতাধীন প্রকল্পগুলো কাগজে-কলমে শেষ হলেও প্রকল্পগুলোর কোন সাফল্য নেই। জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর আওতাধীন দেশে ৩৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আর এক বছর পরই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে এখনও ২০টির বেশি প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা পড়ে আছে। এসব প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ৪১৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন, সিলেট ও বরিশালে ২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, ৬টি বিভাগে মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন, অতিদরিদ্রদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ৫টি টেক্সটাইল কলেজ স্থাপন, ৫টি লেদার কলেজ স্থাপন, ১ হাজার ২০০টি বেসরকারি স্কুলে এসএসসি ও ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনসহ হাজার কোটি টাকার ১৫-এর অধিক প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দি অবস্থায় রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আগ্রহ না থাকাসহ নানা কারণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ঝুলে রয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কাগজে- কলমে সরকারের নানা পরিকল্পনা থাকলেও তার বাস্তবায়ন নেই।

দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর আরও গুরুত্ব বাড়াতে হবে। কেননা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পগুলো হাতে নেয়া হয়েছিল তার যৌক্তিকতা রয়েছে। আর প্রকল্পগুলোর মেয়াদ বাড়ানোর পাশাপাশি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকল্পটির অনিয়মগুলোও তদন্ত করে দেখা দরকার। প্রয়োজনে এসব প্রকল্পের সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।